দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 DEC 2005
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

একমাত্র স্কুলটি বন্ধ ॥ মাদারীপুরে অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম অচল

॥ মাদারীপুর সংবাদদাতা ॥

১৬ বছরেও সমন্বিত অন্ধশিক্ষা কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হয়নি। অন্ধ স্কুলটি এখন সাইনবোর্ডসর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক ভবন নির্মাণসহ উন্নয়নের কোন উদ্যোগ নেই।

মাদারীপুরে সমন্বিত অন্ধশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৯-৯০ সালে। প্রথম ব্যাচে ৮জন ছাত্রী ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু করে। অন্ধ ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা বা ছাত্রাবাসের অভাবসহ নানা কারণে শিক্ষার্থীরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। একমাত্র শিক্ষকের পদটি ২০০১ সালের জানুয়ারী থেকে শূন্য। ফলে ক্লাসও বন্ধ। প্রায় ৪ বছর পর শূন্য পদে রিসোর্স টিচার যোগ দেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে অনেকে স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়। এক ছাত্র বাবুল ঋষি (১৫) ইতিমধ্যে মারা যায়। '৮০ দশকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সদর উপজেলার কুলপদ্দি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন অন্ধ স্কুলটি নির্মাণ করা হয়। নিজস্ব ভবন নির্মাণের পর অন্ধ স্কুলটিতে যথারীতি শিক্ষক, কর্মচারী নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় পাঠদান সামগ্রীও দেয়া হয়। কিন্তু রিসোর্স টিচারের অভাবে স্কুলটির পাঠদান কর্মসূচী ব্যাহত হয়ে আসছে। গত জুলাই থেকে রিসোর্স টিচারের পদটি

(১৬শ পৃঃ ১-এর ক: দ্রঃ)

মাদারীপুর ঃ বন্ধ হয়ে গেছে অন্ধ স্কুল, অন্ধদের শিক্ষা কার্যক্রমেরও একই অবস্থা -ইত্তেফাক

একমাত্র স্কুলটি

(১৫শ পৃঃ পর)

শূন্য রয়েছে।

জেলার একমাত্র অন্ধ স্কুলে ক্লাশ বন্ধ থাকায় জেলার উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অন্ধ ছেলে-মেয়ে স্কুলে যেতে পারছে না। অনগ্রসর মাদারীপুর জেলার অন্ধ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদানের লক্ষ্যে সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম ভবন সংলগ্ন আবাসিক ব্যবস্থা বা হোষ্টেল নির্মাণের আবেদন জানিয়েছেন অভিভাবকগণ।